মুখবন্ধ

আমাদের গবেষণার বিষয় ‘দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতি’। পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে গঙ্গা নদীর দক্ষিণ কূলে অবস্থিত জেলাগুলি দক্ষিণবঙ্গ নামে পরিচিত। বিস্তৃত এই ভূমিখণ্ড মোট তেরোটি জেলায় বিভক্ত। জেলাগুলি হল-- উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতা। একমাত্র কলকাতা জেলা বাদ দিলে বাকি প্রতিটা জেলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষিকাজ। কেবলমাত্র বর্তমানের নিরিখে নয়, এখানকার সমাজ ইতিহাসে বহুদিন থেকে বিষয়টি সমান ভাবে সত্য। বিস্তৃত এই ভূমিখণ্ডের এক বিশাল জনগোষ্ঠী যখন সুদূর অতীত কাল থেকে কৃষিকাজের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে, তখন কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে যে আলাদা একটা সাংস্কৃতিক পরিচয় তৈরি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নিশ্চিতভাবেই সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তৈরি হয়েছিল সভ্যতার প্রথম লগ্নে এবং আজও তা বিচিত্র রঙে বিচিত্র শাখায় সমানভাবে বয়ে চলেছে।

মানুষের জীবনের অপরাপর অত্যাবশ্যক বিষয়ের মত ভাষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের ভাষা সংগঠন তার জীবন বাস্তবতার অতিরিক্ত কোনো বিষয় নয়। মানুষের জীবন বাস্তবতার সঙ্গে জড়িয়েই তার আকার নির্মিত হয়। ফলে ভাষা সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে যায় মানুষের জীবন ও কর্মের বিচিত্র প্রসঙ্গ। তৈরি হয় কর্ম কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির নানা সংরূপ। দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতি সেই সংরূপের এক অনন্য নির্মিতি। সমাজভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রের দিক দিয়ে কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজভাষাবিজ্ঞানে সমাজ ভেদে ভাষা ভেদের স্বরূপ পর্যালোচনা করা হয়। মানব সমাজ নানা বিচিত্র সমীকরণে পৃথক। লিঙ্গ, বয়স, জাতি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ব্যক্তির মানসিক অবস্থা ইত্যাদি নানা অনুষঙ্গে সমাজভাষা পরিবর্তিত হয়। পাশাপাশি সমানভাবে ক্রিয়া করে মানুষের কর্মকেন্দ্রিক প্রসঙ্গ। এক পেশার মানুষের সঙ্গে অন্য পেশার মানুষের ভাষায় নানা পার্থক্য তৈরি হয়। সামাজিক অন্যান্য অনুষঙ্গের মধ্যে থেকেও পেশা মানুষের ভাষা সংগঠনকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সেদিক দিয়ে কৃষি কেন্দ্রিক ভাষার আলোচনা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কারণ কৃষিকাজ মানুষের অতি প্রাচীন জীবিকা। দক্ষিণবঙ্গের সাপেক্ষে এই আলোচনা আরও

গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এই অঞ্চলের মানুষের জীবিকার প্রথম ও প্রধান মাধ্যম কৃষিকাজ। যার ঐতিহ্য সুদীর্ঘকাল থেকে বয়ে আসছে এবং আজও সমানভাবে বয়ে চলেছে। আমাদের গবেষণা পরিকল্পনায় এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য আমরা কৃষি সংস্কৃতিতে ব্যবহৃত কিছু শব্দ, শব্দবন্ধ, বাক্যকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছি। যাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে কৃষি সংস্কৃতির নানা বিচিত্র অধ্যায়। মানব সভ্যতার সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত সভ্যতা কখনো সরলরৈখিক পথে অগ্রসর হয়নি। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তা বর্তমানের অবস্থায় উপনীত হয়েছে। কৃষি সংস্কৃতির উদ্ভবও সেই প্রাচীন যুগে। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সমানতালে বিবর্তিত হয়েছে কৃষি সংস্কৃতিও। যার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় কৃষিকাজে ব্যবহৃত কৃষি পদ্ধতিগত, উপকরণগত ও অন্যান্য আরও নানা বিষয় কেন্দ্রিক শব্দে, বাক্যে। কেবলমাত্র কৃষি সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাস নয়, সমাজেতিহাসের নানা দিকও লুকিয়ে আছে এর মধ্যে। সেইসব শব্দ, বাক্যের অনুপুঙ্খ পাঠের মাধ্যমে সমাজ ইতিহাসের সেই বিবর্তনের রূপরেখাকে অনুধাবন করা যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। শুধু সমাজ ইতিহাসের বিবর্তন নয়, কৃষি সংস্কৃতির নানা অজানা, অপ্রচলিত অধ্যায়ও এক্ষেত্রে সাধারণ সামাজিকের বোধগম্যতায় আসতে পারে। সমাজভাষার গবেষণায় যার ভূমিকা অস্বীকার করার নয়।

আমরা আগেই বলেছি দক্ষিণবঙ্গের কৃষি সংস্কৃতি ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান সময়ে সেই বিবর্তনের গতি আরও বেশি। হারিয়ে যাওয়া কৃষিজ অনুষঙ্গের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। পরিবর্তে জায়গা নিচ্ছে আধুনিক থেকে আধুনিকতর নানা প্রসঙ্গ। এই বিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইতিবাচক। তবে সমাজ ইতিহাসের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বলা যায় এসবের স্থায়িত্বও বেশিদিন নয়। বিজ্ঞানের দুর্নিবার গতি ও দ্রুত আর্থ-সামাজিক পট পরিবর্তনের ফলে আধুনিক এইসব বিষয় হয়ত মূল্যহীন হয়ে যাবে অচিরে। আলোচ্য গবেষণা কর্মের মধ্যে দিয়ে আমরা কৃষি সংস্কৃতির পট পরিবর্তনের রূপ-রেখাকে কিছুটা ধারণ করার চেষ্টা করেছি। যাতে আরও একশো বছর পরে দক্ষিণবঙ্গের সমাজ ইতিহাস ও সমাজ ভাষার কোনো উৎসাহী পাঠক-গবেষক আমাদের গবেষণা সূত্রে কিছুটা উপকৃত হতে পারেন।

'দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতি' নামের আলোচ্য গবেষণাকর্মকে আমরা মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়--সমাজভাষাবিজ্ঞানের স্বরূপ ও সীমানা। এখানে সমাজভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্র বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। এর সংজ্ঞা, সীমানা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার পরম্পরা আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোকে দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির আলোচনা কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তার আলোচনাও জায়গা পেয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়-- পেশাভিত্তিক ভাষা-গবেষণার পরম্পরা ও দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজের ভাষা। এই অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় পেশা কেন্দ্রিক ভাষা নিয়ে ইতিপূর্বে যা কিছু গবেষণা হয়েছে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সেইসূত্রে পেশা কেন্দ্রিক ভাষা গবেষণার ধারায় দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষার আলোচনা কতটা প্রয়োজনীয় তার আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়-- দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি-কেন্দ্রিক ভাষা-সংস্কৃতির তুলনামূলক পাঠ। এখানে কৃষিকাজ ও কৃষি সংস্কৃতি কেন্দ্রিক বিভিন্ন শব্দ দক্ষিণবঙ্গের তেরোটি জেলায় কী কী রূপে পরিচিত তার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। ছকের সাহায্যে জেলাভেদে শব্দের রূপ পরিবর্তনের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়-- দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির স্বরূপ। দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত পাঠ নেওয়া হয়েছে এখানে। আমাদের আলোচনা অগ্রসর হয়েছে কৃষি সংস্কৃতিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ, শব্দবন্ধ, বাক্য, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতির বিস্তারিত পরিচয়ের মাধ্যমে। পঞ্চম অধ্যায়-- দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এখানে দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষার উপর সময়ের পরিবর্তন ও আধুনিক জীবন ব্যবস্থার অভিঘাত কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কৃষি পদ্ধতি, কৃষিজ অর্থনীতি ও কৃষিজ সংস্কৃতি এই তিনটি উপবিভাগে এই অধ্যায় বিভক্ত। ষষ্ঠ অধ্যায়-- দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা : সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রয়োগ। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে কী না তার আলোচনা করা হয়েছে এখানে। বিভিন্ন যুগের বাংলা সাহিত্য থেকে উদাহরণ উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্যের পাতায় কতটা ছাপ ফেলেছে। এইভাবে আমরা গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি এবং আমাদের উদ্দেশ্য ভাবনাকে যতদূর সম্ভব বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছি।

আমাদের আলোচ্য গবেষণা কর্মটি মূলত ক্ষেত্রসমীক্ষা মূলক। গবেষণাকে বাস্তবায়িত

করতে আমরা প্রয়োগমূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। তথ্য সংগ্রহের কাজে দক্ষিণবঙ্গের তেরোটি জেলায় সরাসরি ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি। এর জন্য তেরোটি জেলার অসংখ্য কৃষক, কৃষি সংস্কৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ বহু মানুষ এর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে, আলোচনা করে বিষয়টিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সাহায্যও নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকর্মের ফলাফল গবেষণা অভিসন্দর্ভে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমরা।